৭৪

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 22 DE.. 199[illegible]
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

বাহাদুর বেপারী

অজয় কর

নাসির উদ্দিন পিন্টু

ইত্তেফাকের সহিত সাক্ষাৎকারে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের তিন নেতা

ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ভাঙ্গিয়া দিতে চাই

বাহাদুর বেপারী-অজয় কর

ছাত্রদলের গুরুত্বপূর্ণ কোন পদে সন্ত্রাসী বা অছাত্র নাই

নাসিরউদ্দীন পিন্টু

আনোয়ার আলদীন ॥ দেশের দুইটি প্রধান ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে পরিবর্তন আসিয়াছে। গঠিত হইয়াছে নূতন কমিটি। ছাত্রলীগের সভাপতি বাহাদুর বেপারী, সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন। ছাত্রদলের সভাপতি হাবিবুন নবী সোহেল, সাধারণ সম্পাদক নাসিরউদ্দীন আহমেদ পিন্টু। সোহেল এখন কারাগারে। উভয় সংগঠনের নেতৃত্বে পরিবর্তন আসিয়াছে দীর্ঘদিন পর। ছাত্রলীগের আনুষ্ঠানিক সম্মেলন হইয়াছে এবং রাজনৈতিক পর্যায়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনার পর যে কমিটি গঠিত হইয়াছে উহাতে সাধারণভাবে যথার্থ ছাত্রদেরই ঠাঁই হইয়াছে। ছাত্রদলের নূতন কমিটি গঠিত হইয়াছে অনেকদিন পর আকস্মিকভাবে।

ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের নয়া নেতাদের

(২য় পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্রলীগ-ছাত্রদল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাথে কথা হইল অতি সম্প্রতি। ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বলিলেন, তাহারা ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ভাঙ্গিয়া দিতে চাহেন। অন্যদিকে ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক বলিলেন, স্থবির ছাত্র রাজনীতিকে গতিশীল করাই নবগঠিত ছাত্রদলের লক্ষ্য।

বাহাদুর বেপারী ও অজয় কর খোকন

ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী এবং সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন বলিয়াছেন, ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা আমরা ভাঙ্গিয়া দিতে চাই। ছাত্রলীগে আর কোন সন্ত্রাসীর ঠাঁই হইবে না। ছাত্রলীগের নূতন কমিটির মূল লক্ষ্য হইলঃ সুস্থ ধারার ছাত্র রাজনীতি বিকাশে সর্বোচ্চ আত্মনিয়োগ করা।

গত ২২শে অক্টোবর সম্মেলনের মাধ্যমে ঘোষিত ছাত্রলীগের কমিটির সভাপতি বাহাদুর বেপারী সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ ছাত্র রাজনীতি এবং ছাত্রনেতাদের সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা খণ্ডন করিয়া বলেন, ছাত্রলীগের কোন নেতা ছাত্র রাজনীতি করিয়া কোটিপতি হয় নাই। বাহাদুর প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, আপনি দেখিতে পারেন। এমন কোন নজীর পাইবেন না। বাহাদুর বেপারী বলেন, ক্যাম্পাসের শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্টের জন্য খালেদা জিয়া মোক্ষম অস্ত্র হিসাবে সন্ত্রাসীদের বাছিয়া নিয়াছেন। 'এইট পাস' একজনকে বানান হইয়াছে ছাত্রদলের বড় নেতা। বাহাদুর বলেন, ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আগামী বছরের ২২শে অক্টোবরের মধ্যে সংগঠনের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। উহার পর পরই অর্থনীতি পিএইচডি করার জন্য আমি যুক্তরাষ্ট্রে যাইব।

ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী এবং সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন বলেন, রাজধানীর 'টপ টেরর' আর 'টোকাইদের' নিয়া ছাত্রদলের কমিটি গঠিত হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র ক্যাম্পাসে ছাত্রদের লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশের স্বার্থে ছাত্রদলের এই সন্ত্রাসী, খুনী, অছাত্র এবং পাড়া-মহল্লার মাস্তানদের ছাত্রলীগ বরদাস্ত করিবেন না। তাহারা ইত্তেফাক প্রতিনিধির নিকট প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে বলেন, বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছাত্র রাজনীতিকে কলুষিত করার অভিপ্রায়ে আকস্মিকভাবে এক 'প্রজ্ঞাপনের' মাধ্যমে 'বাছাই সন্ত্রাসীদের' নিয়া ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণা করিয়াছে। এই কমিটি প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদের ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কিত উক্তিকেই সত্য প্রমাণিত করিতেছে।

অজয় কর খোকন বলেন, পত্রিকায় ছাত্রদলের কমিটি দেখিয়া আমি রীতিমত হতবাক হইয়াছি। যেন সন্ত্রাসীদের তালিকা। এই কমিটি নিয়া আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু ক্যাম্পাসের সুষ্ঠু পরিবেশ নিয়া শংকিত হইয়া পড়িয়াছি। এই কমিটি ছাত্র-রাজনীতির সুস্থ ধারাকে পদে পদে ব্যাহত করিবে। অজয় বলেন, নামেই কেবল তাহারা 'ছাত্র'। এই অছাত্ররা ছাত্রদের মর্ম বুঝিবে না। অজয় কর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানান যে, ক্যাম্পাসের পরিবেশের স্বার্থে ছাত্রদলের মাস্তানদের ক্যাম্পাসে প্রবেশে বিধিনিষেধ আরোপ করিতে হইবে। এই জন্য চেকপোষ্ট স্থাপন জরুরী।

ছাত্রলীগে অবাঞ্ছিত অছাত্র এবং সন্ত্রাসীদের অবস্থান সম্পর্কে অজয় কর খোকন বলেন, আমরা সন্ত্রাসীমুক্ত কমিটি করিয়াছি। অবাঞ্ছিত অছাত্র এবং সন্ত্রাসীদের ঠাঁই হইবে না। একদিনে কলুষমুক্ত করা যাইবে না ছাত্র রাজনীতিকে। তিনি বলেন, এই ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মহানগর এবং হলের কমিটিগুলিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া ঘোষণা দেওয়া হইবে।

নাসির উদ্দিন পিন্টু

ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু বলিয়াছেন, স্থবির হইয়া পড়া ছাত্র রাজনীতিকে গতিশীল করাই আমাদের লক্ষ্য। ছাত্রদল ৯০-এর মত একটি গণ-অভ্যুত্থান সৃষ্টি করিয়া সরকারের পতন ঘটাইবে। ইহার জন্য প্রয়োজনীয় নেতা-কর্মী আমাদের রহিয়াছে। ইত্তেফাক প্রতিনিধিকে নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু বলেন, ছাত্রদলের নূতন কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদে কোন সন্ত্রাসী এবং অছাত্র নাই। শেখ হাসিনার কাছে সন্ত্রাসী হওয়া আমার দলের কাছে লাভজনক। ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগকে বিনা চ্যালেঞ্জে ছাড়া হইবে না। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী ধর্ষণের কলংকজনক ঘটনার পর এখন ছাত্রলীগের উচিত রাজনীতি ছাড়িয়া দেওয়া। সাক্ষাৎকারে পিন্টু কথিত 'এইট পাস পিন্টু' সম্পর্কে বলেন, জগন্নাথ কলেজ হইতে একাউন্টিং-এ আমি মাস্টার্স করিয়াছি। কেহ চাহিলে সার্টিফিকেট দেখাইতে পারিব। এখন আমি ঢাকা ল'কলেজে ভর্তি হইয়াছি।

আকস্মিকভাবে গত ৩রা ডিসেম্বর রাতে ছাত্রদলের কমিটি ভাঙ্গিয়া দিয়া দলের কারাবন্দী নেতা হাবিবুন নবী সোহেলকে সভাপতি এবং নাসির উদ্দিন পিন্টুকে সাধারণ সম্পাদক করিয়া প্রেস রিলিজের মাধ্যমে পত্রিকা অফিসগুলিতে কমিটির নাম প্রেরণ করা হয়। ইহাতে সংশ্লিষ্টরা রীতিমত হতবাক। দলে আধিপত্যের লড়াইয়ে এ্যানি গ্রুপকে এই কমিটি গঠনের মধ্যদিয়া পিন্টু গ্রুপ পরাস্ত করে বলিয়া ছাত্রদলের একাংশের ধারণা। তাহাদের মতে এ্যানি গ্রুপকে নয়া কমিটিতে সাইজ করা হইয়াছে। পিন্টু তাহার অনুগতদেরই এই কমিটিতে স্থান দিয়াছে। ছাত্রদলের কাহারও কাহারও অভিযোগ হইলঃ কমিটিতে নগরীর 'টপ টেরর' হইতে শুরু করিয়া দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ফাইফরমাস খাটা বয় পর্যন্ত স্থান পাইয়াছে।

পিন্টুর নিকট এই সকল বিষয়ে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কারণেই কমিটি ভাঙ্গিয়া দিয়া নয়া কমিটি হইয়াছে। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কমিটির মেয়াদ এক বছর। কিন্তু এ্যানির কমিটির মেয়াদ হইয়াছিল ২ বছর ৩ মাস। তবে পিন্টু দুই বছরের অধিক মেয়াদে নয়া এই কমিটির কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পক্ষে।

পিন্টু বলেন, ছাত্রদলের অতীতের সব কমিটিই প্রেস রিলিজের মাধ্যমে হইয়াছে। এই কমিটিতে পুরাতন কমিটির নেতা-কর্মীদের 'মেজরিটি' রহিয়াছে। যাহাদেরকে স্থান দেওয়া হয় নাই তাহারা নিষ্ক্রিয় ছিল। আর এখন ছাত্রদলকে চাঙ্গা করিতে সব ধরনের লোকের দরকার আছে। পিন্টু বলেন, একদিনেই আমি নেতা হই নাই। ১৯৮০ সালে আমি ঢাকার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের ছাত্রদল সভাপতি ছিলাম। ৮৪ সালে লালবাগের সভাপতি। ধাপে ধাপে আমি এখন কেন্দ্রীয় সভাপতি।

ছাত্রদলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৭১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা যাইতে পারে। কিন্তু দলের নয়া কমিটির সদস্য সংখ্যা ২০৫ জন। এই বিষয়ে পিন্টুর জবাব হইলঃ ইহা আমি করি নাই। বিএনপি করিয়াছে। গত কমিটিও ছিল ১৮৪ সদস্যের।